যুগান্তর

APR. 07 2002

তারিখ ...... পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

তারেক শামসুর রেহমা[n]

উচ্চশিক্ষার মান এখ[ন]

সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারে বলা হয়েছে দেশে উচ্চশিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বেড়েছে। কিন্তু শিক্ষার মান বাড়েনি। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও কমনওয়েলথ অব লার্নিং যৌথভাবে এ সেমিনারের আয়োজন করেছিল। ৪ মার্চ সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে আরও বলা হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সামগ্রী ছাড়াই উচ্চ শিক্ষাঙ্গনের এই বৃদ্ধি ঘটেছে। সেমিনারে কমনওয়েলথ অব লার্নিংয়ের শিক্ষা বিশেষজ্ঞ অভিমত পোষণ করেন, স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে উচ্চ শিক্ষাঙ্গনগুলোকে শিক্ষার্থী ভর্তি, শিক্ষক ও সিলেবাসের মান উন্নয়ন, গবেষণা কার্যক্রম ও বহিঃপরীক্ষক নিযুক্তির ক্ষেত্রে উচ্চমান নিশ্চিত করতে হবে। সেমিনারে মাতৃভাষায় পাঠ্যবইয়ের স্বল্পতার কথাও বলা হয়। সেমিনারে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে সে ব্যাপারে আমরা মোটামুটিভাবে সবাই অবগত। তবে নিঃসন্দেহে উচ্চশিক্ষায় বাংলা বইয়ের অভাব আমাদের শিক্ষার মানের আরও অবনতি ঘটিয়েছে। আমরা সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের দাবি জানালেও পর্যাপ্ত পাঠ্যবই রচনা বা অনুবাদ করা হয়নি।

আমরা দীর্ঘদিন ধরেই বলে আসছি, এ দেশে মূল বই বা টেক্সট বইয়ের বড় অভাব। কিন্তু টেক্সট বই প্রকাশিত হচ্ছে না কেন? সমাজবিজ্ঞান কিংবা সাহিত্যে কিছু কিছু টেক্সট বই ও রেফারেন্স বই প্রকাশিত হয়েছে, সন্দেহ নেই তাতে। কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্র কিংবা প্রযুক্তিবিদ্যায় কি উচ্চতর স্তরে বাংলা ভাষায় টেক্সট বই প্রকাশিত হয়েছে? হয়নি। হলেও তার সংখ্যা হাতেগোনা। আইনশাস্ত্রেও বাংলা ভাষায় তেমন ভাল বই নেই। তাহলে কি আমরা ধরে নেব উচ্চস্তরে বাংলা ভাষায় আইনশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা কিংবা প্রযুক্তিবিদ্যায় পড়াশোনা করা সম্ভব নয়? বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আজকাল বাংলা ভাষাতেই পাঠদান করা হয়। শিক্ষকরা ক্লাসে বাংলাতেই .. বলেন। সমাজবিজ্ঞানে তো বটেই, জীববিজ্ঞানসহ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় বাংলাতেই আজকাল পড়াশোনা হয়। খোঁজখবর নিয়ে জেনেছি, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাসে শিক্ষকরা বাংলা-ইংরেজি মিলেই পড়ান। এই যদি পরিস্থিতি হয় তাহলে বাংলায় পাঠ্যবই লেখা সম্ভব নয় কেন? মূল প্রশ্নটি এখানেই। এখানে দুটো উদ্যোগ প্রয়োজন। একটি লেখকের, অপরটি কোন প্রতিষ্ঠানের। লেখকরা স্ব-উদ্যোগে পাঠ্যবই লিখছেন এবং প্রকাশকের কাছে তা পৌঁছে দিচ্ছেন। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্ব-উদ্যোগে কোন পাঠ্যবই প্রকাশ করছে না। কিংবা বাংলা একাডেমীর মতো প্রতিষ্ঠানও এই দায়িত্ব নিতে পারে। তাদের উদ্যোগে কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁদের কাছ থেকে প্রত্যাশাটা আমাদের বেশি। বাংলা একাডেমী থেকে বই প্রকাশের ব্যাপারে নানা অভিযোগ রয়েছে। দীর্ঘ সময়-নেয়া একটা বড় সমস্যা। এই সমস্যাগুলো কাটিয়ে ওঠা প্রয়োজন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে আমরা এই প্রতিষ্ঠানটিকে একটি ডিগ্রি দেয়ার প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন কলেজগুলোতে কি পড়াশোনা হয় তা আমরা অনেকেই জানি। সম্প্রতি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় চার বছরের অনার্স কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সঙ্গত কারণেই এর ফলে কোর্স সংখ্যা বাড়বে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন শত শত কলেজে অনার্স পড়ানো হয়; মাস্টার্সও পড়ানো হয়। অথচ নেই পর্যাপ্ত টেক্সট বই বা রেফারেন্স বই। সামাজিক বিজ্ঞানে প্রচুর রেফারেন্স বইয়ের প্রয়োজন। অথচ বই নেই। ছাত্রছাত্রীরা ঢাকায় এসে নিউমার্কেট সংলগ্ন বাকুশা মার্কেট থেকে গাইড বই কেনে, এবং ওই সমস্ত পড়ে, নকল করে পরীক্ষায় পাস করে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করতে গিয়ে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কলেজগুলোতে যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা কখনোই সুখকর হয়নি। ছাত্র চেনে না শিক্ষককে, শিক্ষক চেনে না ছাত্রকে অথচ ছাত্র পরীক্ষা দিতে এসেছে, মূল টেক্সট বইয়ের নাম জানে না। জানে না কোর্সের সংখ্যা কত। এরাই ছাত্র। পরীক্ষার্থী। আর এরা সবাই ভর্তি হয়েছে 'রাজনৈতিক বিবেচনায়'। কলেজ শিক্ষকদের তখন দায়িত্ব বর্তিয়েছে ওই ছাত্রটিকে পাস করিয়ে দিতে। এক সময় ওই ছাত্রটি পাসও করে যায়। যে ছাত্রটি ক্লাসে যাবার প্রয়োজন বোধ করে না, যে ছাত্রটি তার বিষয় সম্পর্কে এতটুকু জানতে আগ্রহী নয়, সেই ছাত্রটিকে আমরা একটা মাস্টার্সের সার্টিফিকেট ধরিয়ে দিয়েছি বটে। কিন্তু এতে করে জাতির কি উপকার হল? আমরা তো তথাকথিত মাস্টার্সের সার্টিফিকেট নিয়ে মূর্খ জাতিতে পরিণত হতে যাচ্ছি! একটা জাতির উন্নয়নের জন্য মাস্টার্স ডিগ্রি কোন মাপকাঠি হতে পারে না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য একজন গুণী ব্যক্তি। পণ্ডিতও বটে। উপ-উপাচার্য অধ্যাপক খলিলুর রহমানও যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের অধিকারী। আমি জানি না পুরো বিষয়টিকে তাঁরা কিভাবে দেখছেন। তবে এভাবে চলতে

> বাংলা ভাষাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে ইংরেজি ভাষাকে আ[...] চাই না। বিশ্বায়নের এই যুগে ইংরেজি ভাষা জানা ড[...] সর্বক্ষেত্রে নয়। সর্বক্ষেত্রে ইংরেজি জানা জরুরি নয়। [...] সঙ্গে যারা জড়িত থাকবেন তাদের কাছে ইংরেজি জ[...] কিংবা একজন আমলার জন্য এটি যত প্রয়োজন, এক[...] অত প্রয়োজন নয়। একজন চিকিৎসক তো এখন[...] চিকিৎসাপত্র দিচ্ছেন। তার জন্য ইংরেজি জানা অ[...]

দেয়া যায় না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা উচিত। এ ব্যাপারে আমার কতগুলো সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রয়েছে : ১. বিভিন্ন বিষয়ের পণ্ডিত ও গবেষকদের দিয়ে টেক্সট বই প্রণয়ন করা হোক। সিলেবাসকে সামনে রেখে এই টেক্সট বই প্রণয়ন করা হবে। একটি সম্পাদকমণ্ডলী থাকবেন, যারা পাঠ্যবইটি সম্পাদনা করবেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় মূল রচনাকারী ও সম্পাদকদের সম্মানী নিশ্চিত করবে; ২. টেক্সট বই ও রেফারেন্স বই প্রণয়নের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি 'সেল' গঠন করা হোক; ৩. বাজারের সব ধরনের 'গাইড বই' নিষিদ্ধ করা হোক; ৪. শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক; ৫. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত কলেজগুলো নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হোক; ৫. কলেজগুলো প্রায়ই পরীক্ষার কাজে বন্ধ থাকে। এটি যাতে না থাকে সে ব্যাপারটিও নিশ্চিত করা হোক। প্রসঙ্গক্রমে কথাগুলো এসে গেল। প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে চলতি বছরকে গ্রন্থবর্ষ হিসাবে ঘোষণা করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সারা বছরই বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই গ্রন্থবর্ষ পালন করবে। এক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়েরও কিছু দায়িত্ব রয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় টেক্সট বই প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে গ্রন্থবর্ষ ঘোষণাকে সম্মান জানাতে পারে। সেই সঙ্গে বাংলা একাডেমী তথা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোরও যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাংলা একাডেমীর পক্ষ

থেকে তরুণ লেখক প্রকল্প চা[...] উদ্দেশ্য ছিল ট্রেনিং দিয়ে লে[...] কোথাও এভাবে ট্রেনিং দিয়ে [...] আমার জানা নেই। পৃথিবীর [...] ট্রেনিং ছিল বলে শুনিনি। অ[...] একাডেমীর কর্তা ব্যক্তিরা লে[...] তাতে কতটুকু আমরা লাভব[...] প্রয়োজন। ওই প্রকল্প থেকে য[...] উন্নয়নে কতটুকু অবদান রেখে[...] পারে। বাংলা একাডেমী বাং[...] এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত [...] অনুবাদক তৈরির দায়িত্বটি[...] আমরা সর্বস্তরে বাংলা ভাষা [...] সাহিত্য, সমাজবিজ্ঞান ইত্য[...] নাই বললেই চলে। বাংলা [...] কম। বাংলা একাডেমী এ[...] করেছে, তার মাঝে ক'টি [...] নিয়ে ভাবনার দরকার। আম[...] আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দি[...] "আমাদের সাহিত্য, আমাদে[...]

অনুবাদ হয়েছে? পত্রিকায় [...] নভেম্বর মাসে একুশে ফে[...] দিবস হিসাবে ইউনেস্কোর [...] কর্তৃক সদস্যপদপ্রাপ্ত ১[...] আন্দোলনের পটভূমি, ই[...] তথ্যসামগ্রী পাঠানোর যে [...] অথচ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি [...] গেছে। এই তিন বছর আম[...] করে দেখেছি। কিন্তু আন্তর্জা[...] দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে, সে[...] বিশ্বব্যাপী একুশে ফেব্রুয়ারি[...] বিভিন্ন ভাষায় একুশের ইতি[...] এ দায়িত্ব সাংস্কৃতিক [...] একাডেমীকেও নিতে হবে [...] এড়াতে পারে না।

অনুবাদের বিষয়টি পৃথিবীর [...] সঙ্গে দেখা হয়। আমরা জ[...] পারি। এ দুটো দেশে [...] গবেষণা কাজ পরিচালিত হ[...] এ দুটো দেশে গবেষণার [...] সবাইকে ওই দেশের ভা[...] করতে হয়েছে। আমি নিজে [...] গবেষণা সম্পন্ন করেছি।[...]

আতিকুজ্জামান বৃত্তি পেয়েছে

মোঃ আতিকুজ্জামান, পিতা- এ্যাড. মোঃ কামরুজ্জামান, মাতা- হাচিনা জামান খান সাহেব-আবদুল মজিদ জোমাদ্দার কিন্ডারগার্টেন ভাণ্ডারিয়া হতে তৃতীয় শ্রেণীতে ২০০১ সালে প্রথম গ্রেডে বৃত্তি লাভ করেছে। সে ২০০০ সালেও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি লাভ করেছিল। আতিকুজ্জামান সকলের দোয়াপ্রার্থী।

সি-৫৫৭৫/০২

ক্রয়-বিক্রয়

দোকান বিক্রয় : ইস্টার্ন হাউজিং-এর বনবিথী সপিং কমপ্লেক্স-এ একটি দোকান বিক্রয় হইবে। হুমায়ুন কবির ৯৫৫৭৮৮৯, ৯৫৬২৭৭৩।

সি-৫৫৪৩/০২

মোবাইল বিক্রয় : সেটসহ টিএন্ডটি ইনকামিং সুবিধাসহ সিটিসেল সংযোগ সীমিত সময়ের জন্য। যোগাযোগ : ০১৮২২৩৪৬৬, ০১১৮১১০২১, ০১১৮১১০২২। সি-৫৫৪২/০২

কম্পিউটার বিক্রয় : মেলার মূল্য ছাড় এখনো চলছে। পেন্টিয়াম-ফোর (১.৬) ৩০৫০০, পেন্টিয়াম-থ্রি (১০০০) ২৩৫০০, সেলেরন (১০০০) ১৬৯০০। এ সুযোগ ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত। সুহৃদ কম্পিউটার্স। ৭১০১৬৭৯, ৯৬৭৩৫৫৭, ০১৮২৮০১২৭। সি-৫৫৩৬/০২

ফ্ল্যাট বিক্রয় : মতিঝিলের সন্নিকটে ৫১/৩, পুরানা পল্টন লাইনে সীমিত সংখ্যক অত্যাধুনিক ফ্ল্যাট ঋণ সুবিধাসহ বিক্রয় হইবে। ৮৬২৩২০৮, ৯৬৬৫৯৫০, ০১৮২২৪৯১০। সি-৫৫৩২/০২

জমি বিক্রয় : মগবাজার, মীরবাগে উত্তরে ১২' ও পশ্চিমে ১৫' রাস্তা সংলগ্ন ৩ কাঠা নিষ্কণ্টক জমি টিনের বাড়ীসহ বিক্রয় হইবে। ফোন : ৯৩৩৯১৯৫।

সি-৫৫৩০/০২

মোবাইল বিক্রয় : মূল্যহ্রাস!!! গ্রামীণ (আইএসডি) ৩১,৬৯৯/- (ন্যাশনাল)- ৪,৯৯৯/- সেবা (এনডব্লিউডি)- ৯৪৯৯/- একটেল (এনডব্লিউডি)- ১৫১৯৯/- সিটিসেল (ইনকামিং)- ১২১৯৯/-। এনটেল, ৮৬২০৪৫৭, ০১৭২২২৩২২, ০১৭৬৬৬২৬৬। "মোবাইল মিলেনিয়াম", -৯০০৬৬৭৯-১১১, ০১৭২৩০০০০, ০১৭৩৯০৬২০।

সি-৫৫৪৭/০২

মোবাইল ক্রয়/বিক্রয় : গ্রামীণ আইএসডি, একটেল, সিটিসেল, টিএন্ডটি ইনকামিং, লোকাল, এনডব্লিউডি, আইএসডি, সিটিসেল ইউএসএ হাইপাওয়ার এন্টিনা, জিএসএম, সিডিএমএ, এম্পস, সেলুলার জরুরী বিক্রয়। আশা টেলিকম ☎ ৭৪০১১২৪, ০১৭৬১০৮২৮। সি-৫৫৪৬/০২